করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার, তেজগাঁও, ঢাকা । ছবিঃ আইএসপিআর

করোনা জয়ের অভাবনীয় সাফল্য- প্রেক্ষিতঃ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার

১। সাম্প্রতিক সময়ে সমগ্র বিশ্বজুড়ে এক অদৃশ্য আতংকের নাম 'করোনা ভাইরাস' যার পোশাকি নাম কোভিড-১৯। গত ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে এই ভাইরাসটি চীনের উহান শহরে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে তা অতি দ্রুত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপ, আমেরিকায় এ ভাইরাসের প্রাদূর্ভাবে প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণহানিসহ দৈনন্দিন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে মার্চের প্রথম সপ্তাহে সর্বপ্রথম করোনা পজেটিভ রোগী সনাক্ত হওয়ার পর তা ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

২। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাস এর সংক্রমণ রোধে অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং দূরদর্শী কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা, গণপরিবহন বন্ধ করা ও সাধারণ ছুটি প্রদান উল্লেখযোগ্য। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় বিমান বাহিনী প্রধানের নির্দেশে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। অত্যন্ত সংক্রমণশীল ও ভয়াবহ এ রোগের কারনে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলায় কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও রোগ সংক্রমণ রোধে ঘাঁটি এয়ার অধিনায়কের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ ঘাঁটি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৩। করোনা সংক্রমণরোধে বাংলাদেশ সরকার এবং বিমান সদরের বিভিন্ন নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঘাঁটির সদস্যদের জন্য গত ২০ মার্চ ২০২০ তারিখে গঠন করা হয় 'করোনা স্ক্রীনিং সেন্টার' ও 'করোনা মনিটরিং সেল'। ঘাঁটির বাহির থেকে আগত, ভিতরে অবস্থানরত, ছুটি অথবা বিদেশ ফেরত বিমান বাহিনীর যে কোন সদস্যকে প্রথমেই 'করোনা স্ক্রীনিং সেন্টার' কতৃক প্রাথমিক নিরীক্ষণ করতঃ পরিস্থিতি ও উপসর্গ বিবেচনায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং কোয়ারেন্টাইন অথবা আইসোলেশনে থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে। অতঃপর 'করোনা মনিটরিং সেল' এর তত্ত্বাবধানে তাদেরকে পূর্ব ঘোষিত কোয়ারেন্টাইন অথবা আইসোলেশন সেন্টারে স্থানান্তর করতঃ খাদ্য, চিকিৎসা ও বিনোদনসহ সার্বিক দেখভাল করা হয়। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য সিএমএইচ এ প্রেরণ

করা হয়। উল্লেখ্য যে রোগের উপসর্গ অনুযায়ী সন্দেহযুক্ত রোগীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কোয়ারেন্টাইন অথবা আইসোলেশন সেন্টারের ব্যবস্থা করা হলেও শুরুতে করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য কোন ধরনের ব্যবস্থা ছিলনা। এমতাবস্থায়, করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার জন্য সিএমএইচ'এ প্রেরণ করা হতো। কিন্তু দিন দিন করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এ ঘাঁটি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই একটি অস্থায়ী হাসপাতাল স্থাপন করে এবং মৃদু লক্ষনযুক্ত (পজেটিভ) রোগীদের এ হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেয়া শুরু করে। এযাবৎ প্রায় অর্ধশত করোনা আক্রান্ত রোগী, দেড় শতাধিক সদস্য আইসোলেশন এবং সাত শতাধিক সদস্য কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

৪। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কন্টিনজেন্ট সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (CAR) এ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য মনোনীত হলে গত ১০ মে ২০২০ তারিখে সিএমএইচ এ তাদের কোভিড-১৯ টেষ্ট করানো হয়। এদের মধ্যে মোট ৩৯ (উনচল্লিশ) জনের করোনা পজিটিভ নিশ্চিত হলে তাদের মধ্য থেকে স্বল্প থেকে মাঝারি লক্ষণযুক্ত মোট ২৯ জনকে মাননীয় বিমান বাহিনী প্রধানের নির্দেশনায় সিএমএইচ এ না পাঠিয়ে, ঘাঁটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নির্মিত অস্থায়ী হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সামরিক চিকিৎসা মহাপরিদপ্তর এর প্রটোকল অনুযায়ী অত্র ঘাঁটির চিকিৎসকগণ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু করেন। পাশাপাশি ঘাঁটি কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ঃ

ক। প্রতিদিন ০২ ঘন্টা পরপর গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করা এবং গরম পানির বাষ্প নেয়া।
খ। প্রতিদিন সকাল ১০-১১ টার মধ্যে খালি গায়ে রোদে আধা ঘন্টা হাটাহাটি করা।
গ। নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর খাবার যেমন- মাংস, ডিম, দুধ, ইত্যাদি গ্রহণ করা।
ঘ। প্রতিবেলায় খাবারের সাথে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলমূল গ্রহণ করা ।
ঙ। মধু, কালোজিরা, আদা, গরম চা ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে গ্রহণ করা ।

৫। অস্থায়ী হাসপাতালে রোগীদের সার্বিক পরিস্থিতি তদারকিসহ নিয়মিত চিকিৎসা সেবার বাইরে তাদের মনোবল বৃদ্ধিকল্পে টেলিভিশন, ইন্টারনেট এবং খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা হয়। রোগীদের ব্যবহৃত ডিসপোজেবল বাসন-কোসন নিদিষ্ট স্থানে পুড়িয়ে ফেলা হয় যাতে করে কুকুর, বানর বা অন্য কোন প্রাণীর মাধ্যমে এ ভাইরাসের সংক্রমণ না হয়। এরই ফলশ্রুতিতে, আলোচ্য ২৯ (উনত্রিশ) জনের মধ্যে ২৮ (আটাশ) জনই অতি দ্রুত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ গ্রহনের জন্য পূনঃনির্বাচিত হয়ে গত ২৯ মে ২০ তারিখে মধ্য আফ্রিকায় গমন করেন। বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এসব জনবল সময়মত প্রেরণ করা ছিল বিমান বাহিনীর জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। আর এ চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য মাননীয় বিমান বাহিনী প্রধানের সময়োপযোগী ও কার্যকরী নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাবিবা ঘাঁটি বাশার যেভাবে সফলকাম হয়েছে তা বিমান বাহিনীর ভাবমূর্তি রাষ্ট্রীয় ও আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে প্রশংসার দাবি রাখে।

৬। এমতাবস্থায়, দেশবাসীর কাছে এ বার্তা পৌছে দেয়া যেতে পারে যে তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের হাসপাতালে না পাঠিয়ে, যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজস্ব ব্যাবস্থাপনায়ও চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। আর এতে করে বিশেষায়িত হাসপাতাল গুলোতে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের চিকিৎসাসেবা সহজতর হবে। অতএব, করোনার ভয়াবহতায় হতবিহ্বল না হয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক স্বল্প থেকে মাঝারি লক্ষণযুক্ত করোনা আক্রান্ত রোগীদেরকে

অস্থায়ী হাসপাতাল অথবা ঘরে রেখে চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার এর অস্থায়ী হাসপাতালটি হতে পারে একটি রোল মডেল।